তাং 13 JUN 1987
পৃষ্ঠা 3 কলাম 2

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে

(৩য় পৃঃ পর)

এপ্রিল এক স্মারকে উক্ত নিয়োগাদেশ স্থগিত ঘোষণা করেন এবং ২৭শে এপ্রিল তাহাদের বেতন বন্ধের নির্দেশ দেন।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার জানান, শিক্ষা পরিদপ্তরের নিয়ম ও নির্দেশ মোতাবেক এই নিয়োগ কার্য সমাধা করা হইয়াছে। তিনি চেয়ারম্যানের নির্দেশকে 'বে-আইনী' বলিয়া জানান।

অপরদিকে উপজেলা চেয়ারম্যান জানান, তিনি ৮ই এপ্রিলের ইন্টারভিউয়ের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে দায়িত্ব দিয়াছিলেন ঠিকই। কিন্তু ১১ই এপ্রিলের ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে তাঁহাকে যথাযথভাবে অবগত করানো হয় নাই কিংবা তাঁহার মতামত নেওয়া হয় নাই। ইহাছাড়া নিয়োগের ব্যাপারে তাঁহার কাছে বেশকিছু 'গুরতর' অভিযোগ আসায় তিনি নিয়োগ স্থগিত করিয়াছেন।

অপরদিকে সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় মোট ২০টি পদে গত ৮ই নভেম্বর ইন্টারভিউ গ্রহণ করিয়া নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়। কিন্তু গত ১১ই নভেম্বর প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের মহাপরিচালক এক ঘোষণায় শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম বাতিল ঘোষণা করায় নিয়োগকৃত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়। উপজেলা পরিষদের পক্ষ হইতে এব্যাপারে প্রাইমারী শিক্ষা পরিদপ্তরের মহাপরিচালককে জানানো হইলে সেখান হইতে বেতন বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হইলেও নিয়োগ বাতিল কিনা সে ব্যাপারে কিছু জানানো হয় নাই। পরবর্তী সময়ে শিক্ষা পরিদপ্তর হইতে স্থানীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্তদের তালিকা অনুমোদনের জন্য বলা হয়। কিন্তু সংসদ সদস্য উক্ত নিয়োগ অনুমোদনে অস্বীকৃতি জানান। ফলে গত ৫ মাস যাবৎ তাহারা কাজ করিয়া গেলেও বেতন পাইতেছেন না। এদিকে তাহাদের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হইতেছে না।